মুরুগান এবং অন্যান্যরা
বনাম
কেশাভা গন্ডার (মৃত) আইনি প্রতিনিধি দ্বারা এবং অন্যান্যরা
(২০১৯ সালের দেওয়ানি আপিল নং ১৭৮২)
২৫শে ফেব্রুয়ারি, ২০১৯

[অশোক ভূষণ এবং কে. এম. জোসেফ, বিচারপতিদ্বয়]

সীমাবদ্ধতা আইন, ১৯৬৩--অনুচ্ছেদ ৬০ এবং ৬৫--মামলাকৃত সম্পত্তি ছিল একজন 'পিজি'-এর, যার দুই ছেলে, 'কে' এবং 'বি' এবং তিন মেয়ে ছিল—'পিজি' ১৯৭১ সালে উইল সম্পাদন করে তার ছেলে 'কে' এবং 'বি'-কে এবং তারপরে তার দুই পুরুষ উত্তরাধিকারীকে জীবনস্বত্ব দান করেন--'পিজি' মারা গেছেন - 'বি' তার পক্ষে এবং তার নাবালক ছেলের পক্ষে 'পি' ১৯৮১-৮২ সালে মামলাকৃত সম্পত্তির কিছু অংশ উত্তরদাতা-প্রতিবাদীদের কাছে বিক্রি করেছিলেন–'বি' ১৯৮৩ সালে মারা যান, তার নাবালক পুত্র 'প' ১১.০২.১৯৮৬ তারিখে মারা যান--বি-এর স্ত্রী ১৯৮৬ সালে বাদী-আপিলকারীদের ('এ'-এর পুত্রদের) পক্ষে বিবেচনার জন্য নিবন্ধিত মুক্তির দলিল সম্পাদন করেন--বাদীরা ১৯৯২ সালে মামলা দায়ের করেন এই ভিত্তিতে যে 'বি'-এর তার নাবালক পুত্র 'পি'-এর পক্ষে বিক্রয় দলিল সম্পাদনের কোনও ক্ষমতা নেই এবং তা বাতিল ছিল--আসামীরা অন্যান্য বিষয়ের সাথে যুক্তি দিয়েছিলেন যে মামলাটি সীমাবদ্ধতার কারণে নিষিদ্ধ ছিল কারণ এটি 'পি'-এর মৃত্যুর ৩ বছরের মধ্যে, অর্থাৎ ১১.০২.১৯৮৬ তারিখে দায়ের করা হয়নি--মামলার ডিক্রি জারি করা হয়েছে--উত্তরদাতারা আপিল দায়ের করেছেন--অনুমোদিত--বাদীরা হাইকোর্টে দ্বিতীয় আপিল দায়ের করেছেন--খারিজ--স্থির হয়েছেঃ "ডিক্রি এবং দলিল" সম্পর্কিত মামলার সাথে সম্পর্কিত সীমা আইনের চতুর্থ অংশে, ৬০ অনুচ্ছেদ রয়েছে--ধারা ৬০ যদিও মামলার সীমাবদ্ধতার বিধান করে তবে স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে যে কোনও প্রতিপালকের অভিভাবক কর্তৃক প্রদত্ত সম্পত্তির হস্তান্তর বাতিল করার জন্য মামলাটি বিবেচনা করা হয়--ধারা ৬০(খ)(ii) বলতে এমন একটি মামলাকে বোঝায় যখন একজন ওয়ার্ড সাবালকত্ব অর্জনের আগেই মারা যায়--বর্তমানে এমন একটি ঘটনা যেখানে 'পি' সাবালকত্ব অর্জনের আগেই মারা গেছেন--অভিভাবক কর্তৃক প্রণীত দলিল এড়ানোর সীমা হল প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগে যখন প্রতিপালক মারা যান তখন তার মৃত্যুর ৩ বছর পর--আদালতের অনুমতি ব্যতীত 'বি' কর্তৃক তার এবং তার নাবালক পুত্র 'পি'-এর পক্ষে সম্পাদিত বিক্রয় দলিলগুলি ১৯৫৬ সালের আইনের ধারা (২) লঙ্ঘন করে এবং তাই বাতিলযোগ্য--বিক্রয় দলিল বাতিলযোগ্য এবং বাতিল নয়, তাই বাদী ধারা ৬৫ এর উপর নির্ভর করতে পারবেন না, যার সীমার সময়কাল ১২ বছর--হাইকোর্ট সঠিকভাবেই বলেছে যে মামলার সীমা ৬০ ধারা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং মামলাটি সময় দ্বারা সীমাবদ্ধ ছিল--বিচ্ছিন্নতা বাতিলযোগ্য হওয়ায়, বাদী কর্তৃক দখলের জন্য প্রতিকার দাবি করার আগে তা বাতিল করতে হবে--

বিক্রয় দলিল বাতিলের জন্য প্রার্থনা না করেই বাদীদের দ্বারা দায়ের করা মামলাটি, তাই সঠিকভাবে তৈরি করা হয়নি এবং ডিক্রি করা যায়নি--আইন দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে 'বি' কর্তৃক সম্পাদিত বিক্রয় দলিলগুলি বাতিল বা এড়ানো হয়নি--হিন্দু অপ্রাপ্তবয়স্ক ও অভিভাবকত্ব আইন, ১৯৫৬ - ধারা ৮।

হিন্দু অপ্রাপ্তবয়স্ক ও অভিভাবকত্ব আইন, ১৯৫৬-এর ধারা ৮ (৩)--এর অধীনে অধিকার--নাবালক অথবা তার অধীনে দাবিদার যেকোনো ব্যক্তির--আলোচনা করা হয়েছে।

শব্দ এবং বাক্যাংশ--"ন্যস্ত অধিকার" এবং "আকস্মিক অধিকার"--এর মধ্যে পার্থক্য--স্থির হয়ঃ ১৮৮২ সালের আইনের ধারা ১৯-এর বিষয়বস্তু হল অর্পিত অধিকার, যেখানে আনুষঙ্গিক স্বার্থ ১৮৮২ সালের আইনের ধারা ২১-এর অধীনে মোকাবেলা করা হয়--সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২ – ধারা ১৯, ২১।

আপিল খারিজ করে, আদালত

স্থির করেঃ ১.১) ১৯৬৩ সালের সীমা আইনের চতুর্থ অংশে, যা "ডিক্রি এবং দলিল" সম্পর্কিত মামলার সাথে সম্পর্কিত, ৫৯ এবং ৬০ ধারা রয়েছে। ৬৫ ধারাটি পঞ্চম অংশে (স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কিত মামলা) অন্তর্ভুক্ত। ৬০(খ) ধারা ii) একটি মামলাকে বোঝায় যখন একজন প্রতিপালক সাবালকত্ব অর্জনের আগে মারা যান। বর্তমান মামলাটি এমন একটি মামলা যেখানে 'পি' ১১.০২.১৯৮৬ তারিখে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগেই মারা যান, তার জন্ম তারিখ ১৬.০৭.১৯৭৮, ওয়ার্ডের অভিভাবক কর্তৃক প্রণীত দলিল এড়ানোর সীমা হল প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগেই মৃত্যুবরণ করলে ওয়ার্ডের মৃত্যুর ০৩ বছর পর।

১.২) অনুচ্ছেদ ৬৫-এর অধীনে সীমাবদ্ধতার সময়কাল পাওয়া যায় যখন মালিকানাধীন কোনও সুদের উপর স্থাবর সম্পত্তির দখলের জন্য মামলা দায়ের করা হয়। বর্তমানটি এমন একটি মামলা যেখানে নিবন্ধিত বিক্রয় দলিলের মাধ্যমে সম্পত্তি নাবালকের বাবার দ্বারা প্রেরণ করা হয়েছিল। সুতরাং, যখন বিক্রয় দলিলটি বলরামন দ্বারা কার্যকর করা হয়েছিল তখন তিনি নাবালকের অধিকারও জানাতে চেয়েছিলেন। বিক্রয় দলিলগুলি অকার্যকর এবং অকার্যকর না হওয়ায় বাদীরা ৬৫ অনুচ্ছেদের উপর নির্ভর করতে পারবেন না। প্রথম আপিল আদালত এবং হাইকোর্ট যথাযথভাবে বলেছিল যে মামলাটির জন্য সম্মতি ৬০ অনুচ্ছেদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল এবং মামলাটি স্পষ্টভাবে সময়ের দ্বারা নিষিদ্ধ ছিল।

১.৩) বর্তমান ক্ষেত্রে, কোনও বিতর্ক নেই যে নিজের এবং তাঁর নাবালক পুত্র 'পি'-এর পক্ষে 'বি' দ্বারা সম্পাদিত বিক্রয় দলিলগুলি আদালতের অনুমতি ছাড়াই কার্যকর করা হয়েছিল। হিন্দু অপ্রাপ্তবয়স্ক ও অভিভাবকত্ব আইন, ১৯৫৬ এর ধারা ৮(১) এবং ৮(২) লঙ্ঘন করে বিক্রয় দলিল একটি বাতিলযোগ্য বিক্রয় দলিল।

অপ্রাপ্তবয়স্কদের অনুরোধে বা তাঁর পক্ষ থেকে যে বিচ্ছিন্নতা বাতিলযোগ্য ছিল, তা বাদীদের দ্বারা দখলের জন্য ত্রাণ দাবি করার আগে আলাদা করে রাখা প্রয়োজন ছিল। বিক্রয় দলিলগুলি বাতিল করার জন্য আবেদন না করে বাদীদের পক্ষে দায়ের করা মামলা, এইভাবে, সঠিকভাবে তৈরি করা হয়নি এবং আদেশ দেওয়া যেতে পারে না।

১.৪) ২৪.০৩.১৯৮৬ তারিখের মুক্তি দলিলটি সংযুক্তি পি-১ হিসাবে নথিতে আনা হয়েছে। মুক্তি দলিলের একটি পর্যালোচনায় ইঙ্গিত পাওয়া যায় না যে বিবাদীদের পক্ষে 'বি' দ্বারা বিচ্ছিন্নতার কোনও উল্লেখ রয়েছে। অপ্রাপ্তবয়স্কের পক্ষে 'বি' দ্বারা বিচ্ছিন্নতার কোনও উল্লেখ না থাকায়, অপ্রাপ্তবয়স্কের পক্ষে দাবির প্রত্যাখ্যান হিসাবে মুক্তি দলিল পড়ার কোনও সুযোগ নেই। ১৯৫৬ সালের আইনের ধারা ৮(৩) নাবালক বা তার অধীনে দাবিদার যেকোনো ব্যক্তিকে অধিকার দেয়, ধারা ৮(৩) এর প্রাসঙ্গিক শব্দগুলি হল "নাবালক বা তার অধীনে দাবিদার যেকোনো ব্যক্তির অনুরোধে।" সুতরাং, নাবালকের পক্ষে করা বিচ্ছিন্নতা নাবালক বা তার অধীনে দাবি করা যে কোনও ব্যক্তির দ্বারা এড়ানো যেতে পারে। যদি অপ্রাপ্তবয়স্ক সাবালকত্ব অর্জনের আগে মারা যায়, অবশ্যই, তার আইনী উত্তরাধিকারীদের বিচ্ছিন্নতা এড়ানোর অধিকার থাকবে। ধারা ৮-এর উপ-ধারা (৩) বলতে উপ-ধারা (১) বা উপ-ধারা (২) বাতিলযোগ্য বলে লঙ্ঘন করে একজন প্রাকৃতিক অভিভাবক কর্তৃক স্থাবর সম্পত্তির নিষ্পত্তিকে বোঝায়। 'যখন কোনও নিবন্ধিত বিক্রয় দলিল বাতিলযোগ্য হয়, তখন এটি আইন অনুসারে এড়ানো না হওয়া পর্যন্ত বৈধ। একটি নিবন্ধিত বিক্রয় দলিল দ্বারা প্রদত্ত অধিকার সমগ্র বিশ্বের বিরুদ্ধে যথেষ্ট ভাল এবং বিক্রি করা সম্পত্তি নাবালক বা তার অধীনে দাবি করা কোনও ব্যক্তির অনুরোধে কোনও প্রাকৃতিক অভিভাবক দ্বারা নাবালকের হলে বিক্রয় এড়ানো যেতে পারে। একটি নথি যা বাতিলযোগ্য তার আইনি প্রভাব নেওয়ার আগে আসলে আলাদা করে রাখতে হবে।

১.৫) সুপ্রিম কোর্ট বার বার স্থির করে যে, নিবন্ধিত বিক্রয় দলিলের জন্য ধারা ৮ (৩) এর অধীনে বাতিলযোগ্য কোনও বিক্রয়কে আলাদা করে রাখা প্রয়োজন। তবে, আদালতের এই ধারণাটি নাও বোঝা উচিত যে, তারা স্থির করেছে যে, যেসব ক্ষেত্রে নাবালককে স্থাবর সম্পত্তির হস্তান্তর এড়াতে হয়, সেখানে মামলা দায়ের করা প্রয়োজন। স্থাবর সম্পত্তির চার্জ বা ইজারা তৈরি হতে পারে যা নিবন্ধিত নথির মাধ্যমে নাও হতে পারে। এটি প্রতিটি মামলার দিকের উপর নির্ভর করতে পারে যে স্থাবর সম্পত্তির নিষ্পত্তি এড়াতে মামলা দায়ের করা প্রয়োজন কিনা, নাকি অন্য কোনও উপায়ে করা যেতে পারে?

হিন্দু অপ্রাপ্তবয়স্ক ও অভিভাবকত্ব আইন, ১৯৫৬ কার্যকর হওয়ার পরে সংসদ দ্বারা সীমাবদ্ধতা আইন, ১৯৬৩ প্রণয়ন করা হয়েছে। সীমাবদ্ধতা আইন, ১৯৬৩-এর ৬০ নং অনুচ্ছেদে "ডিক্রি ও উপকরণ সম্পর্কিত মামলা" সীমাবদ্ধ করার বিধান রয়েছে। সীমাবদ্ধতা আইনটি এমন একটি ওয়ার্ডের অভিভাবক দ্বারা করা সম্পত্তি হস্তান্তর বাতিল করার বিষয়টি বিবেচনা করে যার জন্য সীমাবদ্ধতা তিন বছর হিসাবে বিবেচিত হয়। সীমাবদ্ধতা আইনের ৬০ নং অনুচ্ছেদে যদিও একটি মামলার সীমাবদ্ধতার বিধান রয়েছে তবে এটি স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে কোনও ওয়ার্ডের অভিভাবক দ্বারা করা সম্পত্তি স্থানান্তর বাতিল করার বিষয়টি বিবেচনা করা হয়।

১.৬) ১৯৫৬ সালের আইনের ১১ নং ধারায় নাবালকের "প্রকৃত অভিভাবক"-এর নাবালকের সম্পত্তি হস্তান্তরের উপর একটি বিধিবদ্ধ নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। প্রকৃত অভিভাবক দ্বারা করা স্থানান্তর, এইভাবে, অকার্যকর এবং যে কোনও উপায়ে প্রত্যাখ্যাত হতে পারে। এটি সর্বজনবিদিত যে কোনও নাবালক বা কোনও ব্যক্তির জন্য কোনও অকার্যকর দলিল বাতিল করার জন্য মামলা দায়ের করার প্রয়োজন নেই। একটি অকার্যকর দলিল উপেক্ষা করা যেতে পারে।

১.৭) বর্তমান ক্ষেত্রে নাবালকের পক্ষ থেকে বিক্রয় দলিলের কোনও প্রত্যাখ্যান না হওয়ায়, বাতিলযোগ্য বিক্রয় দলিল বাতিল হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। বর্তমান ক্ষেত্রে, নাবালকের মাধ্যমে দাবি করা ব্যক্তির জন্য নাবালকের মৃত্যুর তারিখ থেকে তিন বছরের মধ্যে একটি মামলা দায়ের করা আবশ্যক ছিল যাতে 'বি' কর্তৃক সম্পাদিত বিক্রয় দলিল বাতিল করা যায়। 'বি' দ্বারা সম্পাদিত বিক্রয় দলিলগুলি আইন দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে প্রত্যাখ্যান বা এড়ানো হয়নি।

মধুকর বিশ্বনাথ বনাম মাদাহাব এবং অন্যান্যরা (১৯৯৯) ৯ এস. সি. সি ৪৪৬; নারায়ণ বনাম বাবাসাহেব এবং অন্যান্যরা (২০১৬) ৬ এস. সি. সি ৭২৫: [২০১৬] ২ এস. সি. আর ৯৪৮; নাঙ্গালি আম্মা ভবানী আম্মা বনাম গোপতকৃষ্ণন নায়ার এবং অন্যান্যরা (২০০৪) ৮ এস. সি. সি ৭৮৫; গোরখনাথ দুবে বনাম হরি নারায়ণ সিং এবং অন্যান্যরা (১৯৭৩) ২ এস. সি. সি ৫৩৫: [১৯৭৪] ১ এস. সি. আর ৩৩৯-এর উপর নির্ভরশীল।

ধুরন্ধর প্রসাদ সিং বনাম জয় প্রকাশ বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্যরা (২০০১) ৬ এস. সি. সি ৫৩৪: [২০০১] ৩ এস. সি. আর ১১২৯; বিশ্বম্ভর এবং অন্যান্যরা বনাম লক্ষ্মীনারায়ণ (মৃত) আইনি প্রতিনিধির মাধ্যমে এবং আরেকজন (২০০১) ৬ এস. সি. সি ১৬৩; মাধেগৌড়া (মৃত) আইনি প্রতিনিধির মাধ্যমে বনাম আঙ্কেগৌড়া (মৃত) আইনি প্রতিনিধির মাধ্যমে এবং অন্যান্যরা,

(২০০২) ১ এস. সি. সি. ১৭৮: [২০০১] ৫ সম্পূরক. এস. সি. আর. ২৯০; অমিরথম কুদুম্বাহ বনাম সারনাম কুদুম্বন (১৯৯১) ৩ এস. সি. সি. ২০: [১৯৯১] ২ এস. সি. আর. ৩৮৯; মাধেগৌড়া (মৃত) আইনি প্রতিনিধির মাধ্যমে বনাম আঙ্কেগৌড়া (মৃত) আইনি প্রতিনিধির মাধ্যমে এবং অন্যান্যরা (২০০২) ১ এস. সি. সি. ১৭৮: [২০০১] ৫ সম্পূরক এস. সি. আর. ২৯০; জি আন্নামালাই পিল্লাই বনাম জেলা রাজস্ব কর্মকর্তা এবং অন্যান্যরা (১৯৯৩) ২ এস. সি. সি. ৪০২ = [১৯৯৩] ২ এস. সি. আর. ৩৯৭-উল্লেখ করা হয়েছে।

মামলা প্রসঙ্গ

(১৯৯৯) ৯ এস. সি. সি ৪৪৬	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৯
[২০১৬] ২ এস. সি. আর. ৯৪৮	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১০
[২০০১] ৩ এস. সি. আর. ১১২৯	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৬
(২০০১) ৬ এস. সি. সি. ১৬৩	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৭
[২০০১] ৫ সম্পূরক এস. সি. আর. ২৯০	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৮
(২০০৪) ৮ এস. সি. সি. ৭৮৫	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৯
[১৯৭৪] ১ এস. সি. আর. ৩৩৯	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২৪
[১৯৯১] ২ এস. সি. আর. ৩৮৯	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২৫
[২০০১] ৫ সম্পূরক এস. সি. আর. ২৯০	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৩০
[১৯৯৩] ২ এস. সি. আর. ৩৯৭	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৩২

দেওয়ানী আপিল এখতিয়ারঃ ২০১৯ সালের ১৭৮২ নং দেওয়ানি আপিল।

২০০০ সালের এস. এ. নং ৬৪৪-এ মাদ্রাজের হাইকোর্টের বিচার বিভাগের ২১.০৪.২০১০ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে উদ্ভূত।

ভি. প্রভাকর, সুশ্রী জ্যোতি পরাশর, এন. জে রামচন্দর, আর. চন্দ্রচূড়, আপিলকারীদের পক্ষে আইনজীবীরা।

সুশ্রী ভি মোহনা, প্রবীণ আইনজীবী, বি রঘুনাথ, শ্রীমতী এন. সি কবিতা, সি. ডি সিং, বিজয় কুমার, উত্তরদাতাদের জন্য আইনজীবীর।

আদালতের রায়টি প্রদান করে

অশোক ভূষণ, বিচারপতি--১) মাদ্রাজ হাইকোর্টের বাদী-আপিলকারীদের দায়ের করা দ্বিতীয় আপিল খারিজ করে দেওয়ার রায়কে বিরোধিতা করে এটি বাদীর আপিল।

২) মামলার সংক্ষিপ্ত তথ্যগুলি হ 'লঃ

২.১) মামলাকৃত সম্পত্তি একজন নামে পেথা গৌন্ডারের ছিল। পেথা গৌন্ডারের দুই পুত্র ছিল, যথা কান্নান এবং বলারামন, এবং তিন কন্যা ছিল। সেনগানি অম্মাল ছিলেন পেথা গৌন্ডারের স্ত্রী। ১৭.০৫.১৯৭১ তারিখে, পেথা গৌন্ডার একটি উইল সম্পাদন করেন, যেখানে তিনি তার দুই পুত্র কান্নান ও বলারামনকে আজীবন স্বত্ব প্রদান করেন এবং তাদের উভয়ের দুইজন পুরুষ উত্তরাধিকারী সম্পত্তির পূর্ণ স্বত্ব পাবে বলে উল্লেখ করেন। উইলে আরও বলা হয়েছিল যে, যদি তার কোনো এক পুত্রের পুরুষ উত্তরাধিকারী না থাকে, তাহলে অপর পুত্রের পুরুষ উত্তরাধিকারীরা সম্পত্তি পাবে। পেথা গৌন্ডার ২৮.১১.১৯৭১ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন এবং তিনি তার স্ত্রী, দুই পুত্র বলারামন ও কান্নান এবং তিন কন্যাকে রেখে যান। পেথা গৌন্ডারের স্ত্রী সেনগানি অম্মাল ০২.০২.১৯৮২ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন। বলারামনের এক পুত্র ছিল, যার নাম পালানিভেল।

২.২) বলারামন তার নিজ পক্ষে এবং তার নাবালক পুত্রের পক্ষে থেকে, মামলাকৃত সম্পত্তির ১ থেকে ৩ নং আইটেমগুলি ১৫.১২.১৯৮১ তারিখে একটি নিবন্ধিত বিক্রয় দলিলের মাধ্যমে বিক্রি করেন। বলারামন আরও ৬ নং আইটেম এবং ৭ নং আইটেমের একটি অংশ দুটি বিক্রয় দলিলের মাধ্যমে বিক্রি করেন, যথা ৩০.০৩.১৯৮১ এবং ৩১.০৩.১৯৮১, প্রথম বিবাদীর পক্ষে। বলারামন ২৯.০৩.১৯৮২ তারিখে নিবন্ধিত বিক্রয় দলিলের মাধ্যমে ৬ নং আইটেমটি দ্বিতীয় বিবাদীর পক্ষে বিক্রি করেন। বলারামন ১৯৮৩ সালে মৃত্যুবরণ করেন এবং কান্নান ০২.১২.১৯৮৪ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন। বলারামনের স্ত্রী ছিলেন লক্ষ্মী। মামলাকারীরা কান্নানের পুত্র। বলারামনের পুত্র পালানিভেল ১১.০২.১৯৮৬ তারিখে নাবালক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। পালানিভেলের মা লক্ষ্মী অম্মাল ২৪.০৩.১৯৮৬ তারিখে একটি নিবন্ধিত ত্যাগপত্র সম্পাদন করেন মামলাকারীদের পক্ষে, একটি অর্থমূল্যের বিনিময়ে। বাদীরা ১৯৯২ সালের ২২৯ নং মামলা দায়ের করে নিম্নলিখিত প্রতিকারের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন:-

"VI) তাই বাদীরা প্রার্থনা করছেন যে মাননীয় আদালত যেন সন্তুষ্ট হন:-

(ক) ঘোষণা করুন যে বাদীরা মামলার সম্পত্তির অধিকারী;

(খ) উত্তরদাতাদের মামলা সম্পত্তির দখল সরবরাহ করার নির্দেশ দেয় যা ব্যর্থ হলে আদালতের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দখল সরবরাহের আদেশ দেয়;

(গ) উত্তরদাতাদের মামলার খরচ দিতে নির্দেশ দিন এবং

(ঘ) মামলার পরিস্থিতিতে মাননীয় আদালত যেভাবে উপযুক্ত মনে করবেন, সেই ধরণের অন্যান্য ত্রাণ প্রদান করুন।"

২.৩) অভিযোগপত্রে বাদীর মামলাটি ছিল যে, তাঁর নাবালক পুত্র পালানিভেলের পক্ষে বিক্রয় দলিল কার্যকর করার কোনও কর্তৃত্ব বালারামনের ছিল না এবং বালারামনের দ্বারা সম্পাদিত বিক্রয় দলিলগুলি অকার্যকর ছিল। বাদীরা কান্ননের পুত্র হওয়ায় বিবাদীদের কাছ থেকে সম্পত্তি ঘোষণা ও দখলের অধিকারী। আরও যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে, ১৭.০৫.১৯৭১ তারিখের উইলের বৈধতা ১৯৭৩ সালের ৪৪৭ নম্বর ওএসে কুড্ডালোরের অধস্তন জজ আদালত কর্তৃক বহাল রাখা হয়েছে।

২.৪) 'উত্তরদাতা লিখিত বিবৃতি দাখিল করে। উত্তরদাতার মামলা ছিল যে বলরামন, তার ঋণ পরিশোধের জন্য এবং পারিবারিক প্রয়োজনের জন্য নিজের জন্য এবং তার নাবালক পুত্রের পক্ষে ১৫.১২.১৯৮১-এ বিক্রয় দলিল কার্যকর করেছিলেন। বিক্রয় দলিলটি নাবালক পালানিভেলকে আবদ্ধ করে। লক্ষ্মী আম্মাল দ্বারা সম্পাদিত মুক্তি দলিল ২৪.০৩.১৯৮৬ বাদীদের কোনও অধিকার প্রদান করবে না। পালানিভেলের মৃত্যুর তারিখ থেকে ০৩ বছরের মধ্যে অর্থাৎ ১১.০২.১৯৮৬ তারিখের মধ্যে মামলাটি দায়ের না করায় মামলাটি সীমাবদ্ধতার কারণে নিষিদ্ধ। মামলাটি রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য নয়। উত্তরদাতারা অবৈধভাবে দখলে নেই। উত্তরদাতারা মূল্যের দিক থেকে প্রকৃত ক্রেতা। বিক্রয় দলিল বাতিলের জন্য প্রার্থনা না করে বাদীরা ঘোষণার জন্য মামলা দায়ের করতে পারবেন না।

২.৫) 'বিচার আদালত দশটি বিষয় নির্ধারণ করেছে। ৭ নম্বর বিষয় ছিল "মামলাটি সীমাবদ্ধতার দ্বারা নিষিদ্ধ করা হয়েছে কি না?" ৮ নম্বর বিষয় ছিল "বাদিরা মামলার সম্পত্তির মালিকানা ঘোষণার জন্য আবেদন করার অধিকারী কিনা?" ৯ নম্বর বিষয় ছিল "বাদীরা দখল পুনরুদ্ধারের জন্য আবেদন করার অধিকারী কিনা?" ৭ নম্বর বিষয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় বিচার আদালত বলেছিল যে মামলাটি সীমাবদ্ধতার দ্বারা নিষিদ্ধ নয়। বিচার আদালত স্থির করেছিল যে বাদী মামলাটি প্রত্যাহারকারী হিসাবে দায়ের করেছেন, সীমা আইনের ৬৫ অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হবে। ৬৫ অনুচ্ছেদ অনুসারে, সীমাবদ্ধতার সময়কাল ১২ বছর, তাই মামলাটি সময়ের মধ্যে ছিল। ১৭.০৫.১৯৭১ তারিখের উইলটিকে বৈধ উইল হিসেবে গণ্য করা হয়েছিল।

বলরামনের দ্বারা সম্পাদিত বিক্রয় দলিলগুলি বাতিলযোগ্য। মুক্তি দলিলের উপর, বিচার আদালত বলেছিল যে লক্ষ্মী আম্মলের মামলা সম্পত্তির কোনও অধিকার নেই, কারণ বাদীরা মুক্তি দলিল থেকে কোনও নতুন অধিকার অর্জন করে না। বিচার আদালত স্থির করেছিল যে ২৪.০৩.১৯৮৬ তারিখের মুক্তি দলিলের সত্যতা এবং বৈধতা নির্ধারণ করার প্রয়োজন নেই। বিচার আদালত আরও স্থির করেছিল যে বিক্রয় দলিলগুলি আলাদাভাবে বাতিল করার জন্য আবেদন করার জন্য মামলা দায়ের করার কোনও প্রয়োজন নেই কারণ সেই বিক্রয় দলিলগুলি বাতিলযোগ্য এবং সেগুলি উপেক্ষা করা যেতে পারে। এটি স্থির হয়েছিল যে বাদীরা উত্তরদাতাদের কাছ থেকে দখল পুনরুদ্ধারের জন্য সক্ষম। বিচার আদালত তার রায় এবং ১৩.০৮.১৯৯৭ তারিখের ডিক্রি দ্বারা মামলাটির রায় দেয়।

২.৬) বিচার আদালতের রায়ে ক্ষুব্ধ বিবাদীরা আপিল দায়ের করে। প্রধান জেলা বিচারক ৩১.০৮.১৯৯৯ তারিখের রায়ে মামলাটি খারিজ করে আপিলের অনুমতি দেন। আপিল আদালত রায় দেয় যে যেহেতু পালানিভেল ১১.০২.১৯৮৬ তারিখে মারা গেছেন, তাই তার মৃত্যুর ৩ বছরের মধ্যে বিক্রয় দলিল বাতিল এবং দখলের জন্য মামলা দায়ের করা উচিত ছিল। ১৯৯২ সালে দায়ের করা মামলাটি সীমাবদ্ধতার দ্বারা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। আপিল আদালত সীমাবদ্ধতা আইনের ৬০ অনুচ্ছেদের উপর নির্ভর করেছিল। প্রথম আপিল আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হয়ে বাদীরা হাইকোর্টে দ্বিতীয় আপিল দায়ের করেছিল। হাইকোর্ট ২১.০৪.২০১০ তারিখের রায়ে দ্বিতীয় আপিল খারিজ করে দেন। হাইকোর্ট নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ আইনি প্রশ্নগুলি বিবেচনার জন্য তৈরি করেছিলেন:-

i) বিজ্ঞ প্রথম আপিল বিচারক কি এই রায়ে সঠিক যে ২৪.০৩.১৯৮৬ তারিখের মুক্তির দলিল প্রসারণ ক-১৫, প্রসারণ ক-৯=খ-৯, ক-১০=খ-৭, ক-১১=খ-২ এবং ক-১২=খ-৯ এর অধীনে বিক্রয়ের মাধ্যমে হস্তান্তর এড়াচ্ছে না, যা প্রাকৃতিক অভিভাবক প্রয়াত বলরামন দ্বারা সম্পাদিত হয়েছিল, মৃত নাবালক পালানিভেলের সম্পত্তি?

ii) নাবালক পালানিভেলের স্বাভাবিক অভিভাবক প্রয়াত বলরামন কর্তৃক নাবালকের সম্পত্তির বিক্রয় দলিল কি আইনত বৈধ, যখন উক্ত বিক্রয় দলিলগুলি হিন্দু অপ্রাপ্তবয়স্ক ও অভিভাবকত্ব আইনের ধারা ৮(২)(ক) এর গুরুতর লঙ্ঘন করে সম্পাদিত হয়েছিল, বিশেষ করে যখন নাবালকের অধীনে দাবি করা মা নাবালকের মৃত্যুর পরপরই বিক্রয় এড়িয়ে যান?

iii) যেহেতু নাবালক পালানিভেলের মৃত্যুর তারিখ থেকে তিন বছরের মধ্যে বিক্রয় বাতিল করার জন্য মামলা দায়ের করা হয়নি, তাই প্রথম আপিল বিচারক মামলাটি রক্ষণযোগ্য নয় বলে রায় দেওয়ার ক্ষেত্রে সঠিক কিনা?

২.৭) হাই কোর্ট স্থির করেছিল যে, বলরামনের বিচ্ছিন্নতাকে কেবল বাতিলযোগ্য বিচ্ছিন্নতা হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে এবং বিচ্ছিন্নতা বাতিল করা যায় না। হাইকোর্ট স্থির করেছিল যে, বাদীদের মামলাটি সীমাবদ্ধতা আইনের ৬০ অনুচ্ছেদ অনুসারে ৩ বছরের মধ্যে দায়ের করা উচিত ছিল। আইনের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বিবাদী-উত্তরদাতাদের পক্ষে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। হাইকোর্ট দ্বিতীয় আপিল খারিজ করে দেয়। রায়ের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হয়ে এই আপিল দায়ের করা হয়েছে।

৩) আপিলের সমর্থনে আপীলকারীদের আইনজীবী শ্রী ভি. প্রভাকর যুক্তি দেখান যে সীমাবদ্ধতা আইনের ৬০ অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হবে না এবং মামলাটি যথাযথভাবে বিচার আদালত দ্বারা ৬৫ অনুচ্ছেদ দ্বারা পরিচালিত বলে বিবেচিত হয়েছিল, যা সময়ের মধ্যে ছিল। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে নাবালকের পক্ষে ব্যবস্থাটি প্রত্যাখ্যান করার বিকল্পটি নাবালকের মা দ্বারা প্রয়োগ করা হয়েছিল, বলরামন দ্বারা সম্পাদিত বিক্রয় দলিলটি তার শুরু থেকেই অকার্যকর হয়ে যায়। বলরামন দ্বারা সম্পাদিত বিক্রয় দলিলগুলি আদালতের ছাড় ছাড়াই ছিল এবং আইনী প্রয়োজনীয়তা ছাড়াই ছিল, তাই তার মা লক্ষ্মী আম্মাল যথাযথভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। লক্ষ্মী আম্মলের বিচ্ছিন্নতা প্রত্যাখ্যানের ফলে, বিক্রয় দলিলগুলি বাতিল হয়ে যায় এবং বিক্রয় দলিলগুলি সরিয়ে রাখার জন্য প্রার্থনা করার কোনও প্রয়োজন ছিল না এবং ঘোষণা ও দখলের জন্য মামলা সম্পূর্ণরূপে রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য ছিল। ৬০ ধারা তখনই প্রযোজ্য হত যদি বিক্রয় দলিল বাতিলের জন্য মামলা দায়ের করা হত।

৪) আপীলকারীদের আইনজীবীর বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করে উত্তরদাতাদের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী সুশ্রী ভি মোহনা যুক্তি দেখান যে মামলাটি স্পষ্টভাবে সময়ের দ্বারা নিষিদ্ধ ছিল, এটি নাবালকের মৃত্যুর তারিখ থেকে ৩ বছরের মধ্যে দায়ের করা হয়নি। এটি আরও জমা দেওয়া হয়েছে যে ২৪.০৩.১৯৮৬ তারিখের মুক্তি দলিলটি বিক্রয় দলিলের প্রত্যাখ্যান হিসাবে গ্রহণ করা যাবে না। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে বিক্রয় দলিলগুলি বাতিল করার জন্য অনুরোধ না করে, দখলের ডিক্রি বাদীদের দ্বারা দাবি করা যেত না। সীমাবদ্ধতা সীমাবদ্ধতা আইনের ৬০ অনুচ্ছেদ দ্বারা পরিচালিত হত।

৫) পক্ষগুলির পক্ষ থেকে নিযুক্ত আইনজীবী বিভিন্ন রায়ের উপর নির্ভর করেছেন, যা জমা দেওয়া বিষয়গুলি বিস্তারিতভাবে বিবেচনা করার সময় উল্লেখ করা হবে এবং বিবেচনা করা হবে।

৬) পক্ষগুলির পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবীর জমা দেওয়া তথ্য এবং নথিভুক্ত আবেদনগুলি থেকে, নিম্নলিখিত বিষয়গুলি রয়েছে, যা এই আপীলে বিবেচনার জন্য উত্থাপিত হয়ঃ-

(i) বাদী-আপিলকারীদের দায়ের করা মামলা কি সীমা দ্বারা নিষিদ্ধ ছিল?

(ii) বলরামনের সম্পাদিত বিক্রয় দলিলগুলি বাতিল করার জন্য প্রার্থনা না করে, ঘোষণা এবং দখলের মামলাটি রক্ষণযোগ্য ছিল কি না?

(iii) বাদীরা কি সফলভাবে দাবি করতে পারেন যে, লক্ষ্মী আম্মলের ২৪.০৩.১৯৮৬ তারিখের মুক্তির দলিল সম্পাদনের মাধ্যমে, বলরামনের সম্পাদিত বিক্রয় দলিলগুলি সফলভাবে বাতিল করা হয়েছিল?

বিষয় নং ১

৭) বিচার আদালত রায় দিয়েছে যে ৬৫ অনুচ্ছেদের উপর নির্ভর করে সময়ের মধ্যে মামলা দায়ের করা হয়েছে যেখানে আপিল আদালত এবং হাইকোর্ট ৬০ অনুচ্ছেদের উপর নির্ভর করে রায় দিয়েছে যে মামলাটি সময়ের দ্বারা নিষিদ্ধ ছিল। সীমাবদ্ধতা আইনের চতুর্থ অংশে, যা "ডিক্রি এবং উপকরণ" সম্পর্কিত মামলা নিয়ে কাজ করে, ৫৯ এবং ৬০ অনুচ্ছেদে রয়েছে। অনুচ্ছেদ ৬০ নিম্নরূপঃ-

মামলার বিবরণ	সীমাবদ্ধতার সময়কাল	যে সময় থেকে সময়কাল শুরু হয়
৬০- একজন অভিভাবক কর্তৃক প্রদত্ত সম্পত্তির হস্তান্তর বাতিল করার জন্য-		
(ক) সাবালকত্ব অর্জনকারী ওয়ার্ড কর্তৃক।		
(খ) ওয়ার্ডের আইনগত প্রতিনিধি কর্তৃক-	তিন বছর	যখন ওয়ার্ডটি সাবালকত্ব অর্জন করে।
i) যখন প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার তারিখ থেকে তিন বছরের মধ্যে ওয়ার্ডের মৃত্যু হয়।	তিন বছর	যখন ওয়ার্ডটি সাবালকত্ব অর্জন করে।
ii) যখন ওয়ার্ড সাবালকত্ব অর্জনের আগেই মারা যায়।	তিন বছর	যখন ওয়ার্ড মারা যাবে।

৮) অনুচ্ছেদ ৬৫ পঞ্চম অংশে (স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কিত মামলা) অন্তর্ভুক্ত, যা নিম্নরূপ:-

"৬৫) স্থাবর সম্পত্তির দখল বা স্বত্বের ভিত্তিতে তাতে কোনও স্বার্থের জন্য। ব্যাখ্যা- এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্যে-	বারো বছর	যখন বিবাদীর দখল বাদীর প্রতিকূল হয়ে পড়ে।
(ক) যেখানে মামলাটি একজন অবশিষ্টাংশের মালিক, একজন প্রত্যাবর্তক (বাড়িওয়ালা ব্যতীত) অথবা একজন ডিভিসি কর্তৃক হয়, সেখানে বিবাদীর দখল কেবল তখনই প্রতিকূল বলে বিবেচিত হবে যখন অবশিষ্টাংশের মালিক, প্রত্যাবর্তক বা ডিভিসি, যথাসম্ভব, দখলে চলে যাবে;		
(খ) যেখানে মামলাটি কোন হিন্দু বা মুসলিম মহিলার মৃত্যুর পর স্থাবর সম্পত্তির দখল পাওয়ার অধিকারী কোন হিন্দু বা মুসলিম কর্তৃক হয়, সেখানে বিবাদীর দখল কেবল তখনই প্রতিকূল বলে গণ্য হবে যখন মহিলাটি মারা যাবে;		
(গ) যেখানে মামলাটি কোনও ক্রেতার দ্বারা একটি ডিক্রি কার্যকর করার জন্য বিক্রয়ের সময় করা হয় যখন রায়-দেনাদার বিক্রয়ের তারিখে দখলের বাইরে ছিল, সেখানে ক্রেতাকে রায়-দেনাদারের প্রতিনিধি হিসাবে গণ্য করা হবে যিনি দখলের বাইরে ছিলেন।"		

৯) অনুচ্ছেদ ৬০ (খ) (ii) একটি মামলা বোঝায় যখন কোনও ওয়ার্ড সাবালকত্ব অর্জনের আগে মারা যায়। বর্তমান মামলাটি এমন একটি মামলা যেখানে পালানিভেল সাবালকত্ব অর্জনের আগে ১১.০২.১৯৮৬-এ মারা যান, তাঁর জন্ম তারিখ ১৬.০৭.১৯৭৮, ওয়ার্ডটির অভিভাবক দ্বারা তৈরি দলিল এড়ানোর সীমাবদ্ধতা হল ওয়ার্ড মারা যাওয়ার ৩ বছর পরে যখন তিনি সাবালকত্ব অর্জনের আগে মারা যান। এই আদালতের কাছে নাবালকের প্রকৃত অভিভাবক দ্বারা করা বিচ্ছিন্নতার প্রসঙ্গে সীমা আইনের ৬০ এবং ৬৫ অনুচ্ছেদ বিবেচনা করার সুযোগ ছিল। মধুর বিশ্বনাথ বনাম মাদাহব এবং অন্যান্যরা, (১৯৯৯) ৯ এসসিসি ৪৪৬-এ আপিলকারীর মামা একটি বিক্রয় দলিল কার্যকর করেছেন। আপিলকারী ২২.০৮.১৯৬৬-এ সাবালক হওয়ার পরে ০৭.০২.১৯৭৩-এ একটি মামলা দায়ের করেন যাতে অনুরোধ করা হয় যে হস্তান্তরকারীদের সম্পত্তির দখল সরবরাহ করতে হবে। আপিলকারীর পক্ষ থেকে, ৬৫ অনুচ্ছেদের উপর সীমাবদ্ধতার উদ্দেশ্যে নির্ভর করা হয়েছিল। এই আদালত স্থির করেছিল যে এটি ৬০ অনুচ্ছেদ এবং ৬৫ অনুচ্ছেদ নয়, যা প্রযোজ্য। রায়ের ৪ নং এবং ৫ নং অনুচ্ছেদ প্রাসঙ্গিক, যা নীচে উদ্ধৃত করা হয়েছেঃ-

"৪) XXXXXXX

যে বিবাদী, বাবুরাও মাধোরাও পুরাণিক, আপিলকারীর প্রকৃত অভিভাবক ছিলেন, তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং তাই, তাঁর দ্বারা উক্ত সম্পত্তির নিষ্পত্তি অকার্যকর ছিল। অকার্যকর হওয়ায়, 'আপিলকারীর পক্ষে উক্ত সম্পত্তির দখলের জন্য মামলা দায়ের করা উন্মুক্ত ছিল এবং এই ধরনের মামলার জন্য সীমাবদ্ধতার সময়কাল অনুচ্ছেদ ৬৫ দ্বারা নির্ধারিত হয়েছিল।

৫) এমনকি যদি মামলাটি আবেদন হিসাবে গ্রহণ করা হয়, তবে দখলের জন্য কোনও ডিক্রি পাস করা যেত না যে প্রথমে এই বিচ্ছিন্নতা আইনী প্রয়োজনের জন্য ছিল না এবং তাই এটি আইনত খারাপ ছিল। এই জাতীয় মামলার ক্ষেত্রে ৬০ অনুচ্ছেদের বিধানগুলি প্রযোজ্য। ৬০ ধারায়, একজন অভিভাবক কর্তৃক প্রাপ্তবয়স্ক ওয়ার্ড কর্তৃক সম্পত্তি হস্তান্তর বাতিল করার মামলার সাথে সম্পর্কিত, এবং নির্ধারিত সময়কাল হল ওয়ার্ড কর্তৃক প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার তারিখ থেকে শুরু করে তিন বছর।

১০) নারায়ণ বনাম বাবাসাহেব ও অন্যান্যরা, (২০১৬) ৬ এস. সি. সি. ৭২৫ মামলায় এই আদালত আবার সীমাবদ্ধতা আইনের ৬০ অনুচ্ছেদ বিবেচনা করার সুযোগ পেয়েছিল। উপরের মামলায়, এই আদালত স্থির করেছিল যে নাবালকের দ্বারা তার অভিভাবক দ্বারা তার সম্পত্তি বিক্রি বাতিল করার মামলা সীমাবদ্ধতা আইনের ৬০ অনুচ্ছেদ দ্বারা পরিচালিত হয়। ২৫ এবং ২৬ অনুচ্ছেদে, নিম্নলিখিতটি নির্ধারণ করা হয়েছিলঃ

"২৫) ৬০ অনুচ্ছেদের ভাষার একটি নিবিড় বিশ্লেষণ ইঙ্গিত দেয় যে এটি এমন কোনও নাবালকের মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে সাবালকত্ব অর্জন করেছে এবং তার আইনী প্রতিনিধিদের দ্বারা যখন সে সাবালকত্ব অর্জনের পরে বা নাবালকের মৃত্যুর পরে মারা যায়। মামলার প্রকৃতির বিস্তৃত বর্ণালীটি অভিভাবক দ্বারা করা স্থাবর সম্পত্তির স্থানান্তরকে বাতিল করার জন্য এবং ফলস্বরূপ, ১৯৫৬ সালের আইনের ধারা ৮ (২) লঙ্ঘন করে অভিভাবক দ্বারা স্থানান্তর এড়ানোর মাধ্যমে দখলের জন্য মামলা। সংক্ষেপে, এটি হস্তান্তর এবং দখলের ফলস্বরূপ ত্রাণ মঞ্জুর করা ছাড়া আর কিছুই নয়।

২৬) এতে কোনও সন্দেহ নেই যে, কন্ডাম নাবালকের দ্বারা তার অভিভাবক দ্বারা তার সম্পত্তি হস্তান্তর বাতিল করার মামলাটি ৬০ অনুচ্ছেদ দ্বারা পরিচালিত হয়। অভিভাবক দ্বারা স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের অভিশংসনের জন্য, নাবালককে সাবালকত্ব অর্জনের পরে তিন বছরের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মামলা দায়ের করতে হবে।

১১) এখন ৬৫ নং অনুচ্ছেদে আসা যাক, যার উপর আপিলকারীদের জন্য বিদ্বান আইনজীবী নির্ভর করেছেন। উক্ত সীমাবদ্ধতার সময়কাল পাওয়া যায় যখন মালিকানাধীন কোনও সুদের উপর স্থাবর সম্পত্তির দখলের জন্য মামলা দায়ের করা হয়। উপস্থাপনাটি এমন একটি মামলা যেখানে নিবন্ধিত বিক্রয় দলিলের মাধ্যমে সম্পত্তিটি নাবালকের বাবার দ্বারা হস্তান্তর করা হয়েছিল সে অর্থনীতির পক্ষ ছিল। সুতরাং, যখন বিক্রয় দলিলটি বলরামন দ্বারা কার্যকর করা হয়েছিল তখন তিনি নাবালকের অধিকারও বোঝাতে চেয়েছিলেন। বিক্রয় দলিলগুলি বাতিলযোগ্য এবং অকার্যকর নয়, বাদীরা ৬৫ নং অনুচ্ছেদের উপর নির্ভর করতে পারে না। সুতরাং, আমরা মনে করি যে প্রথম আপিল আদালত এবং হাইকোর্ট যথাযথভাবে রায় দিয়েছে যে মামলার সীমাবদ্ধতা ৬০ অনুচ্ছেদ দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল এবং মামলাটি স্পষ্টভাবে সময়ের দ্বারা নিষিদ্ধ ছিল।

১২) বিক্রয় দলিল থেকে কী জানানো হয়েছিল তা খুঁজে বের করা গুরুত্বপূর্ণ। এটি আমরা বলি, যেহেতু আপিলকারীর একটি মামলা রয়েছে যে নাবালকের বাবাকে একটি লাইফ এস্টেট দেওয়া হয়েছিল এবং কেবল তার মৃত্যুর পরে নাবালকটিকে একটি অধিকার পেতে হয়েছিল। এই বিষয়ে আমরা একটি স্বার্থান্বেষী অধিকার এবং আকস্মিক অধিকারের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করতে পারি। ন্যস্ত অধিকার সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ১৯ ধারার বিষয়, যেখানে একটি আকস্মিক সুদ সম্পত্তি স্থানান্তর আইনের ২১ ধারার সাথে সম্পর্কিত। যেহেতু জীবন সম্পত্তির পরে একটি পরম অধিকার একটি উইল দ্বারা তৈরি করা হয়, প্রাসঙ্গিক বিধান হল ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন, ১৯২৫-এর ধারা ১১৯। ধারা ১১৯ নিম্নরূপঃ

"১১৯) অর্থ প্রদান বা দখল স্থগিত হলে উত্তরাধিকার হস্তান্তরের তারিখ-যেখানে উইলের শর্তাবলী অনুসারে উত্তরাধিকারী উইলকৃত জিনিসের তাৎক্ষণিক দখলের অধিকারী নন, সেখানে উইল দ্বারা বিপরীত অভিপ্রায় না দেখা গেলে, সঠিক সময়ে তা গ্রহণের অধিকার উইলকারীর মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারীর উপর ন্যস্ত হবে এবং উত্তরদায়গ্রহীতার প্রতিনিধিদের কাছে চলে যাবে যদি তিনি সেই সময়ের আগে এবং উত্তরাধিকার গ্রহণ না করে মারা যান, এবং এই ধরনের ক্ষেত্রে উত্তরদায় উইলকারীর মৃত্যুর পর থেকে স্বার্থে নিহিত বলে জানা যায়।

ব্যাখ্যা-কোনও ব্যক্তির উত্তরাধিকার তাঁর সুদের উপর ন্যস্ত হবে না এমন অভিপ্রায় কেবল এমন কোনও বিধান থেকে অনুমান করা যায় না যার মাধ্যমে উত্তরণকৃত জিনিসের অর্থ প্রদান বা দখল স্থগিত করা হয়, বা যার মাধ্যমে অন্য কোনও ব্যক্তিকে পূর্ববর্তী সুদ দেওয়া হয়, বা যার মাধ্যমে উত্তরণকৃত তহবিল থেকে উদ্‌ভূত আয় অর্থ প্রদানের সময় না আসা পর্যন্ত সংগ্রহ করার নির্দেশ দেওয়া হয়, বা কোনও বিধান থেকে যে, যদি কোনও নির্দিষ্ট ঘটনা ঘটে তবে উত্তরাধিকার অন্য ব্যক্তির কাছে চলে যাবে।

এটি প্রাসঙ্গিক যে আমরা দৃষ্টান্ত নং (iii) লক্ষ্য করি যা নিম্নরূপঃ

"(iii) একটি তহবিল ক-কে আজীবন এবং তার মৃত্যুর পর খ-কে দেওয়া হয়।অতএব, পেঠা গৌণ্ডারের মৃত্যুর পর পালানিভেলের পক্ষে প্রদত্ত পরম অধিকার তাঁর হাতে ন্যস্ত হয়ে যায়।

বিষয় নং ২

১৩) বর্তমান মামলায়, এই বিষয়ে কোনও বিরোধ নেই যে বলরামন কর্তৃক তার এবং তার নাবালক পুত্র পালানভেলের পক্ষে সম্পাদিত বিক্রয় দলিলগুলি আদালতের অনুমতি ছাড়াই সম্পাদিত হয়েছিল। হিন্দু অপ্রাপ্তবয়স্ক ও অভিভাবকত্ব আইন, ১৯৫৬ এর ধারা ৮, যা প্রাসঙ্গিক তা নিম্নরূপ:-

৮) স্বাভাবিক অভিভাবকদের ক্ষমতাঃ-(১) এই ধারার বিধান সাপেক্ষে, কোনও হিন্দু নাবালকের স্বাভাবিক অভিভাবক নাবালকের সুবিধার জন্য বা নাবালকের সম্পত্তির আদায়, সুরক্ষা বা সুবিধার জন্য প্রয়োজনীয় বা যুক্তিসঙ্গত এবং যথাযথ সমস্ত কাজ করার ক্ষমতা রাখে; তবে অভিভাবক কোনও ক্ষেত্রেই নাবালকে ব্যক্তিগত চুক্তি দ্বারা আবদ্ধ করতে পারবেন না।

(২) আদালতের পূর্ব অনুমতি ব্যতীত, স্বাভাবিক অভিভাবক।

(ক) বন্ধক বা চার্জ, বা বিক্রয়, উপহার, বিনিময় বা অন্যথায় নাবালকের স্থাবর সম্পত্তির কোনও অংশের মাধ্যমে স্থানান্তর বা

(খ) এই ধরনের সম্পত্তির যে কোনও অংশ পাঁচ বছরের বেশি সময়ের জন্য বা অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি সাবালকত্ব অর্জনের তারিখের পরে এক বছরের বেশি সময়ের জন্য ইজারা দেবে।

(৩) উপ-ধারা (১) বা উপ-ধারা (২) লঙ্ঘন করে কোনও প্রাকৃতিক অভিভাবক কর্তৃক স্থাবর সম্পত্তির যে কোনও নিষ্পত্তি নাবালক বা তার অধীনে দাবি করা যে কোনও ব্যক্তির অনুরোধে বাতিলযোগ্য।

(৪) কোনও আদালত প্রাকৃতিক অভিভাবককে উপ-ধারা (২)-এ উল্লিখিত কোনও কাজ করার অনুমতি দেবে না, প্রয়োজনের ক্ষেত্রে বা অপ্রাপ্তবয়স্কের স্পষ্ট সুবিধার জন্য ব্যতীত।

(৫) অভিভাবক ও ওয়ার্ড আইন, ১৮৯০ (১৮৯০ সালের ৮ নং আইন), উপ-ধারা (২) এর অধীনে আদালতের অনুমতি পাওয়ার জন্য কোনও আবেদনের ক্ষেত্রে এবং তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যেন এটি সেই আইনের ২৯ ধারার অধীনে আদালতের অনুমতি পাওয়ার আবেদন ছিল এবং বিশেষ করে -

(ক) আবেদনের সাথে সম্পর্কিত কার্যধারা তার ধারা ৪ক-এর অর্থের মধ্যে সেই আইনের অধীনে কার্যধারা বলে মনে করা হবে।

(খ) আদালত পদ্ধতিটি পালন করবে এবং সেই আইনের ৩১ ধারার উপ-ধারা (২), (৩) ও (৪)-এ নির্দিষ্ট ক্ষমতা থাকবে; এবং

(গ) এই ধারার উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত যেকোনো কাজ করার জন্য স্বাভাবিক অভিভাবককে অনুমতি না দেওয়ার আদালতের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করা যাবে, যে আদালতে সাধারণত সেই আদালতের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করা হয়।

"(৬) এই ধারায়" "আদালত" "অর্থ নগর দেওয়ানি আদালত বা অভিভাবক ও ওয়ার্ড আইন, ১৮৯০ (১৮৯০ সালের ৮)-এর ৪ক ধারার অধীনে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনও আদালত, যার এখতিয়ারের স্থানীয় সীমার মধ্যে স্থাবর সম্পত্তি যার বিষয়ে আবেদন করা হয়েছে তা অবস্থিত এবং যেখানে স্থাবর সম্পত্তি একাধিক আদালতের এখতিয়ারের মধ্যে অবস্থিত, তার অর্থ সেই আদালত যার এখতিয়ারের স্থানীয় সীমার মধ্যে সম্পত্তির কোনও অংশ অবস্থিত।"

১৪) এই আদালত বারবার ১৯৫৬ সালের আইনের ধারা ৮ এবং ধারা ৮(২) লঙ্ঘন করে প্রাকৃতিক অভিভাবক কর্তৃক বিচ্ছিন্নতার মামলাগুলি বিবেচনা করেছে। এই আদালত রায় দিয়েছে যে ধারা ৮ (১) এবং ৮ (২) লঙ্ঘন করে বিক্রয় দলিল একটি বাতিলযোগ্য বিক্রয় দলিল। ব্ল্যাক 'স ল ডিকশনারি, দশম সংস্করণে বাতিলযোগ্যকে নিম্নরূপ সংজ্ঞায়িত করা হয়েছেঃ

"বাতিল না হওয়া পর্যন্ত বৈধ; বিশেষ করে, (একটি চুক্তি) পক্ষগুলির মধ্যে একটির বিকল্পে নিশ্চিত বা প্রত্যাখ্যাত হতে সক্ষম। এই শব্দটি একটি বৈধ কাজকে বর্ণনা করে যা অনুমোদিত হতে পারে এমন একটি অবৈধ কাজের পরিবর্তে বাতিল করা যেতে পারে।"

১৫) আইনশাস্ত্রের উপর স্যালমন্ডস, দ্বাদশ সংস্করণ নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদে বৈধ, অকার্যকর এবং অকার্যকরের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করেছে:

"বৈধ চুক্তি হল এমন একটি চুক্তি যা পক্ষগুলির অভিপ্রায় অনুসারে সম্পূর্ণরূপে কার্যকর। একটি অকার্যকর চুক্তি হল এমন একটি চুক্তি যা সম্পূর্ণরূপে আইনি স্বীকৃতি বা অনুমোদন পেতে ব্যর্থ হয়, পক্ষগুলির ঘোষিত ইচ্ছাকে সম্পূর্ণরূপে আইনি কার্যকারিতা থেকে বঞ্চিত করে। একটি বাতিলযোগ্য চুক্তি এই দুটি মামলার মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকে। এটি একটি অকার্যকর নয়, তবে এর কার্যকারিতা শর্তাধীন এবং পরম নয়। এর উৎপত্তিস্থলে কিছু ত্রুটির কারণে এটির যেকোনো একটি পক্ষের ইচ্ছানুযায়ী ধ্বংস বা বাতিল করা যেতে পারে। এই ক্ষমতা প্রয়োগের পরে চুক্তিটি কেবল কোনও কার্যকারিতা বন্ধ করে দেয় না, তবে, শুরু থেকেই অকার্যকর বলে মনে করা হয়। এটিকে এড়িয়ে চলার সাথে এটি তৈরির সম্পর্ক রয়েছে। এখন পর্যন্ত এটির জন্য যে অনুমানমূলক বা আকস্মিক কার্যকারিতা দায়ী করা হয়েছে তা সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হয়ে যায়, যেন এটি কখনও বিদ্যমান ছিল না। অন্য কথায়, একটি বাতিলযোগ্য চুক্তি এমন একটি চুক্তি যা এটির কোনও একটি দলের নির্বাচনের সময় অকার্যকর বা বৈধ।"

১৬) ধুরন্ধর প্রসাদ সিং বনাম জয় প্রকাশ বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্যরা, (২০০১) ৬ এস. সি. সি ৫৩৪ মামলায় এই আদালত বাতিল এবং বাতিলযোগ্যের মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ করেছে। ২২ নং অনুচ্ছেদে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উল্লেখ করা হয়েছেঃ-

"২২) এইভাবে" "অকার্যকর এবং বাতিলযোগ্য" "অভিব্যক্তিগুলি অসংখ্য ক্ষেত্রে আদালতের বিবেচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।" "অকার্যকর" "অভিব্যক্তিটির বেশ কয়েকটি দিক রয়েছে। এক ধরনের অকার্যকর কাজ, লেনদেন, ডিক্রি হল সেগুলি যা সম্পূর্ণরূপে এখতিয়ারহীন, এবং এটি এড়ানোর জন্য কোনও ঘোষণার প্রয়োজন নেই, আইন এটির কোনও নোটিশ নেয় না এবং এটি জামানত কার্যধারায় বা অন্যথায় উপেক্ষা করা যেতে পারে। অন্য ধরণের অকার্যকর আইন, যেমন, একজন নাবালকের বিরুদ্ধে লেনদেন হতে পারে, যার প্রতিনিধিত্ব তার পরবর্তী বন্ধুর দ্বারা করা হয়নি।

এই ধরনের লেনদেন সমগ্র বিশ্বের বিরুদ্ধে একটি ভাল লেনদেন। যতদূর পর্যন্ত নাবালক কল্পনা করা হয়, যদি সে এটি এড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয় এবং যথাযথ কার্যধারার আশ্রয় নিয়ে এটি এড়াতে সফল হয় তবে লেনদেনটি শুরু থেকেই অকার্যকর হয়ে যায়। অন্য ধরনের অকার্যকর আইন 'হতে পারে যা বাতিল নয় তবে এটি এড়ানোর জন্য একটি ঘোষণা করতে হবে। বাতিলযোগ্য কাজ হল এমন একটি কাজ যা এড়ানো না গেলে একটি ভাল কাজ, উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনও নথি প্রতারণামূলক এবং/অথবা জাল এবং বানোয়াট বলে ঘোষণার জন্য মামলা দায়ের করা হয়, তবে এটি বাতিলযোগ্য কারণ আপাত অবস্থাটি প্রকৃত পরিস্থিতি এবং যে পক্ষ অন্যথায় অভিযোগ করে সে এটি প্রমাণ করতে বাধ্য। যদি প্রমাণ করা হয় যে নথিটি জাল এবং বানোয়াট এবং সেই বিষয়ে একটি ঘোষণা দেওয়া হয়, তবে একটি লেনদেন শুরু থেকেই বাতিল হয়ে যায়। 'একটি বাতিলযোগ্য লেনদেন হতে পারে যা আলাদা করা প্রয়োজন এবং এটি বাতিল করার দিন থেকে এড়ানো হয় এবং এর আগের কোনও দিন নয়। যে ক্ষেত্রে কোনও নথির আইনি প্রভাব সেটিকে আলাদা না করে কেড়ে নেওয়া যায় না, সেখানে এটি অকার্যকর হিসাবে বিবেচিত হতে পারে না তবে স্পষ্টতই অকার্যকর হবে।"

১৭) বিশ্বম্ভর ও অন্যান্যরা বনাম লক্ষ্মীনারায়ণ (মৃত)- আইনি প্রতিনিধির মাধ্যমে এবং আরেকজন, (২০০১) ৬ এস. সি. সি. ১৬৩-এ, যা আদালতের অনুমোদন ছাড়াই এবং আইনি প্রয়োজনীয়তা ছাড়াই হস্তান্তরকরণের বিরোধিতার মামলা ছিল, এই আদালত স্থির করেছিল যে প্রাকৃতিক অভিভাবক দ্বারা হস্তান্তরকরণ বাতিলযোগ্য। উপরের ক্ষেত্রে, দুই নাবালকের প্রাকৃতিক অভিভাবক মা তাদের সাবালকত্ব অর্জনের আগেই বিক্রয় দলিলটি কার্যকর করেছেন। অপ্রাপ্তবয়স্করা সাবালকত্ব অর্জনের পরে মামলা দায়ের করে আবেদন করেছিল যে বিক্রয় দলিলগুলি বাধ্যতামূলক নয়, এবং বাদীদের আইনী অধিকারের উপর কার্যকর, এবং প্রার্থনা করেছিল যে উক্ত বিক্রয় দলিলগুলি তাদের ভাগের পরিমাণ এবং জমি দখলের মামলাটি বাতিল করা হোক। উপরের ক্ষেত্রে, ধারা ৮ বিবেচনা করার পর এই আদালত স্থির করেছিল যে বাদীর অনুরোধে বিক্রয় দলিল বাতিলযোগ্য। এই আদালত আরও স্থির করেছিল যে, যদি বাদীকে বিক্রি করা মামলা সম্পত্তির বিষয়ে কোনও দাবি করার আগে বিক্রয় দলিলগুলি আলাদা করে রাখতে হয় তবে এই ধরনের অনুরোধ ছাড়া মামলা বাদীদের কোনও কাজে আসবে না। ৯ নং অনুচ্ছেদে নিম্নলিখিত রায় দেওয়া হয়েছেঃ

"৯) প্রশ্ন হল, এই পরিস্থিতিতে হস্তান্তরকরণ কি বাতিল নাকি বাতিলযোগ্য? হিন্দু অপ্রাপ্তবয়স্ক ও অভিভাবকত্ব আইন, ১৯৫৬-এর ৮ (২) ধারায়, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, বলা হয়েছে যে, আদালতের পূর্ব অনুমতি ব্যতীত, প্রাকৃতিক অভিভাবক নাবালকের স্থাবর সম্পত্তির কোনও অংশ বিক্রয়ের মাধ্যমে হস্তান্তর করতে পারবেন না।

উক্ত ধারার উপ-ধারা (৩)-এ, বিশেষভাবে বিধান করা হয়েছে যে, উপ-ধারা (২) লঙ্ঘন করে অপ্রাকৃতিক অভিভাবক দ্বারা স্থাবর সম্পত্তির যে কোনও নিষ্পত্তি অপ্রাপ্তবয়স্ক বা তার অধীনে দাবি করা কোনও ব্যক্তির অনুরোধে বাতিলযোগ্য। 'অতএব, সন্দেহের খুব কম সুযোগ রয়েছে যে লক্ষ্মীবাঈ দ্বারা করা হস্তান্তরকরণ যা মামলায় বিরোধিতার অধীনে রয়েছে তা বাদীদের অনুরোধে বাতিলযোগ্য ছিল এবং বাদীদের স্থানান্তর এড়াতে চাইলে বিচ্ছিন্নতা সরিয়ে নিতে হবে এবং ক্রেতাদের কাছ থেকে সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করতে হবে। যেমনটি আগে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সংশোধনীটির আগে অভিযোগটি ছিল, বিক্রয় দলিলগুলি বাতিল করার আবেদনটি সেখানে ছিল না, এই ধরনের আবেদনটি মামলার শুনানির সময় সংশোধনীর মাধ্যমে প্রবর্তিত হয়েছিল বলে মনে হয় এবং বিচার আদালত সংশোধিত আবেদনটি বিবেচনা করে সেই ভিত্তিতে মামলার সিদ্ধান্ত নেয়। যদি আইনে বাদীদের বিক্রি করা সম্পত্তির বিষয়ে কোনও দাবি করার আগে বিক্রয় দলিলগুলি আলাদা করে রাখা প্রয়োজন হয়, তবে এই ধরনের অনুরোধ ছাড়া মামলা বাদীদের কোনও কাজে আসেনি। সম্ভবত এই অসুবিধা উপলব্ধি করে বাদীরা বিক্রয় দলিলগুলি বাতিল করার জন্য আবেদনটি প্রবর্তনের জন্য আবেদনটি দায়ের করেছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত, বিষয়টি খুব দেরিতে বাস্তবায়িত হয়। স্বীকারোক্তিমূলকভাবে, বাদী ২ দিগম্বর '৫-৮-১৯৭৫'-এ সাবালকত্ব অর্জন করেন এবং বাদী ১ম বিশ্বম্ভর '২০-৭-১৯৭৮'-এ সাবালকত্ব অর্জন করেন। যদিও মামলাটি ৩০-১১-১৯৮০ তারিখে দায়ের করা হয়েছিল, বিক্রয় দলিল বাতিলের জন্য আবেদন করা হয়েছিল ১৯৮৫ সালের ডিসেম্বরে। সীমাবদ্ধতা আইনের ৬০ নং অনুচ্ছেদে একটি ওয়ার্ডের অভিভাবক, যে ওয়ার্ড সাবালকত্ব অর্জন করেছে এবং যে তারিখ থেকে ওয়ার্ড সাবালকত্ব অর্জন করবে সেই তারিখ থেকে সময়কাল গণনা করার জন্য তিন বছরের সময়কাল নির্ধারণ করা হয়েছে। যেহেতু বাদী সাবালকত্ব অর্জনের তারিখ থেকে সীমাবদ্ধতা চলতে শুরু করে, তাই দিগম্বরের ক্ষেত্রে অভিযোগ পেশের তারিখের মধ্যে নির্ধারিত সময়কাল শেষ হয়ে গিয়েছিল। অতএব, বিচার আদালত দিগম্বরের দায়ের করা মামলাটি যথাযথভাবে খারিজ করে দেয়। মামলাটি খারিজ করে দেওয়ার বিচার আদালতের রায়কে তিনি বিরোধিতা করেননি। এমনকি এটি ধরে নিয়ে যে বাদীদের মধ্যে একজনের দায়ের করা মামলাটি সময়ের মধ্যে ছিল বলে পুরো মামলাটি সীমাবদ্ধতার ভিত্তিতে খারিজ করা যেত না, দিগম্বরের দায়ের করা মামলা খারিজ করার বিরুদ্ধে বিরোধিতার অভাবে প্রথম আপিল আদালত বিচার আদালতের সিদ্ধান্তের সেই অংশে হস্তক্ষেপ করতে পারত না। বিশ্বম্ভরের দায়ের করা মামলা সম্পর্কে, নির্ধারিত সীমার মধ্যে এটি দাখিল করা হয়েছিল কিন্তু বিক্রয় দলিল বাতিল করার জন্য আবেদন ছাড়াই।

যেহেতু বিচ্ছিন্ন সম্পত্তির দখল পুনরুদ্ধারের দাবি বিক্রয় দলিলগুলি বাতিল না করে করা যেত না, তাই প্রাথমিকভাবে দায়ের করা মামলাটি রক্ষণযোগ্য ছিল না। যে তারিখে (ডিসেম্বর ১৯৮৫) বাদীপত্র সংশোধনের মাধ্যমে এই ধরনের প্রার্থনা প্রবর্তনের মাধ্যমে ত্রুটি সংশোধন করা হয়েছিল, সেই তারিখের মধ্যে এই ধরনের প্রতিকার চাওয়ার জন্য নির্ধারিত সময়সীমা অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে, বাদীর উদ্ধারে বাদীর সংশোধনী আসতে পারেনি।"

১৮) মাধেগৌড়ায় (মৃত) আইনি প্রতিনিধিদের মাধ্যমে বনাম আঙ্কেগৌড়া (মৃত) আইনি প্রতিনিধিদের মাধ্যমে এবং অন্যান্যরা, (২০০২) ১ এস. সি. সি ১৭৮ মামলায় এই আদালতের রায়ও একইভাবে প্রযোজ্য, যেখানে ২৫ নং অনুচ্ছেদে নিম্নলিখিত রায় দেওয়া হয়েছেঃ

"২৫) 'অপ্রাপ্তবয়স্ক, সাবালকত্ব অর্জনের পরে, যে কোনও উপায়ে স্থানান্তরকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে এবং যখনই তার সুযোগ আসে। সাবালকত্ব অর্জনের পরে যদি সে সম্পত্তির প্রতি তার সুদকে আইনী পদ্ধতিতে তার মালিকানা দাবি করে স্থানান্তর করে যা এটি দেখানোর জন্য যথেষ্ট যে অপ্রাপ্তবয়স্ক "প্রকৃত অভিভাবক/ম্যানেজার" দ্বারা করা স্থানান্তরকে প্রত্যাখ্যান করেছে।"

১৯) এই আদালত আরও নাঙ্গালি আম্মা ভবানী আম্মা, বনাম গোপালকৃষ্ণন নায়ার এবং অন্যান্যরা, (২০০৪) ৮ এস. সি. সি ৭৮৫-তে রায় দিয়েছে যে ধারা ৮ (২) লঙ্ঘন করে যে বিচ্ছিন্নতা করা হয়েছে তা বাতিলযোগ্য, এটিকে বাতিল বলে ধরে নেওয়া কেবল সংবিধির সরল শব্দের পরিপন্থীই হবে না, তবে সাবালকত্ব অর্জনের পরে নাবালককে লেনদেনের নিশ্চয়তা বা অনুমোদনের অধিকার থেকেও বঞ্চিত করবে। অনুচ্ছেদ নং ৮-এ নিম্নলিখিতটি স্থির হয়েছিল:-

"৮) ব্যবহৃত স্পষ্ট ভাষার পরিপ্রেক্ষিতে, এটা স্পষ্ট যে, উপ-ধারা (২) লঙ্ঘন করে স্বাভাবিক অভিভাবক যে লেনদেন করেছেন তা বাতিল নয়, বরং অপ্রাপ্তবয়স্কের অনুরোধে কেবল বাতিলযোগ্য। ধারা ৮ (২) লঙ্ঘন করে লেনদেনটি বাতিল বলে স্থির করা কেবল সংবিধির সরল শব্দের পরিপন্থীই হবে না, বরং অপ্রাপ্তবয়স্ককে সাবালকত্ব অর্জনের পরে লেনদেনটি নিশ্চিত বা অনুমোদনের অধিকার থেকেও বঞ্চিত করবে।"

২০) অপ্রাপ্তবয়স্কের অনুরোধে বা তার পক্ষ থেকে যে বিচ্ছিন্নতা বাতিলযোগ্য ছিল, তা বাদীদের দ্বারা দখলের জন্য ত্রাণ দাবি করার আগে আলাদা করে রাখা প্রয়োজন ছিল। বিক্রয় দলিলগুলি বাতিল করার জন্য আবেদন না করে বাদীদের পক্ষে মামলা দায়ের করা হয়েছিল, সুতরাং, সঠিকভাবে তৈরি করা হয়নি এবং ঘোষণা করা যেত না।

বিষয় নং ৩

২১) প্রশ্ন হল যে বাদীদের পক্ষে ২৪.০৩.১৯৮৬ তারিখের মুক্তি দলিল কার্যকর করার মাধ্যমে বলরামনের দ্বারা করা বিচ্ছিন্নতা অস্বীকার করা হয়েছিল কিনা। মুক্তি দলিলটি সংযুক্তি পি-১ হিসাবে নথিতে আনা হয়েছে। মুক্তি দলিলের একটি পর্যালোচনায় ইঙ্গিত পাওয়া যায় না যে বলরামনের দ্বারা উত্তরদাতাদের পক্ষে বিচ্ছিন্নতার কোনও উল্লেখ রয়েছে। অপ্রাপ্তবয়স্কের পক্ষে বলরামনের দ্বারা বিচ্ছিন্নতার কোনও উল্লেখ না থাকায়, অপ্রাপ্তবয়স্কের পক্ষে দাবির অস্বীকার হিসাবে মুক্তি দলিল পড়ার কোনও সুযোগ নেই। ধারা ৮ (৩) নাবালক বা তার অধীনে দাবি করা যে কোনও ব্যক্তিকে অধিকার প্রদান করে, ধারা ৮ (৩)-এর প্রাসঙ্গিক শব্দগুলি হল "নাবালক বা তার অধীনে দাবি করা যে কোনও ব্যক্তির অনুরোধে"। সুতরাং, নাবালকের পক্ষে করা বিচ্ছিন্নতা নাবালক বা তার অধীনে দাবি করা যে কোনও ব্যক্তির দ্বারা এড়ানো যেতে পারে। যদি অপ্রাপ্তবয়স্ক সাবালকত্ব অর্জনের আগেই মারা যায়, অবশ্যই, তার আইনি উত্তরাধিকারীদের বিচ্ছিন্নতা এড়ানোর অধিকার থাকবে।

২২) উত্তরদাতাদের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী যে বক্তব্য পেশ করেছেন তা হল, ধারা ৮-এর উপ-ধারা (৩)-এর অধীনে বিবেচিত কোনও নাবালকের স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয় এড়ানোর জন্য, নাবালক বা তার অধীনে দাবি করা যে কোনও ব্যক্তিকে একটি ব্যবস্থা নিতে হবে অর্থাৎ নির্ধারিত সীমার মধ্যে মামলা দায়ের করতে হবে।

২৩) আপিলকারীদের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জমা দেওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেছেন এবং যুক্তি দিয়েছেন যে কোনও নাবালকের দ্বারা স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি এড়ানো যে কোনও উপায়ে হতে পারে। এটি জমা দেওয়া হয় যে নাবালক বা তার পক্ষে দাবি করা ব্যক্তির পক্ষে বিক্রয় দলিল এড়ানোর জন্য মামলা আনার প্রয়োজন নেই।

২৪) আমরা উপরে লক্ষ্য করেছি যে, ধারা ৮-এর উপ-ধারা (৩)-এ বলা হয়েছে, উপ-ধারা (১) বা উপ-ধারা (২) লঙ্ঘন করে প্রাকৃতিক অভিভাবক কর্তৃক স্থাবর সম্পত্তির নিষ্পত্তি বাতিলযোগ্য। যখন কোনও নিবন্ধিত বিক্রয় দলিল বাতিলযোগ্য হয়, তখন এটি আইন অনুসারে এড়ানো না হওয়া পর্যন্ত বৈধ। নিবন্ধিত বিক্রয় দলিল দ্বারা প্রদত্ত অধিকার সমগ্র বিশ্বের বিরুদ্ধে যথেষ্ট ভাল এবং বিক্রয় এড়ানো যেতে পারে যদি বিক্রি করা সম্পত্তি নাবালক বা তার অধীনে দাবি করা কোনও ব্যক্তির প্ররোচনায় প্রাকৃতিক অভিভাবক দ্বারা নাবালকের হয়। একটি নথি যা বাতিলযোগ্য তা তার আইনি প্রভাব নেওয়ার আগে প্রকৃতপক্ষে আলাদা করে রাখতে হবে। গোরখনাথ দুবে বনাম হরি নারায়ণ সিং এবং অন্যান্যরা, (১৯৭৩) ২ এস. সি. সি ৫৩৫ মামলায় এই আদালত বাতিল এবং বাতিলযোগ্য নথির মধ্যে পার্থক্য করার সময় স্থির করেঃ

"৫) আমরা মনে করি যে কোনও নথি সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে অবৈধ এমন ক্ষেত্রে একটি পার্থক্য করা যেতে পারে যাতে এটি কোনও আদালত বা কর্তৃপক্ষ দ্বারা অবজ্ঞা করা যেতে পারে এবং যেখানে এটি আইনী প্রভাব বন্ধ করার আগে এটিকে প্রকৃতপক্ষে আলাদা করে রাখতে হবে। হস্তান্তরের ক্ষমতার অতিরিক্ত বিচ্ছিন্নতা ক্ষমতার অতিরিক্ত পরিমাণে অবৈধ হবে। এই জাতীয় উদ্দেশ্যমূলক বিচ্ছিন্নতার প্রভাবের উপর একটি রায় অবশ্যই জমির অধিকার বা স্বার্থের পরস্পরবিরোধী দাবির সাথে জড়িত একটি বিরোধের সিদ্ধান্তে নিহিত হবে যা একীকরণের কার্যধারার বিষয়....."

২৫)' অমিরথম কুদুম্বাহ বনাম সারনাম কুদুম্বান, (১৯৯১) ৩ এসসিসি ২০' মামলায়, এই আদালত হিন্দু অপ্রাপ্তবয়স্ক ও অভিভাবকত্ব আইন, ১৯৫৬-এর ধারা (৩)-এর বিধানগুলি বিবেচনা করার সুযোগ পেয়েছিল। মামলার ঘটনাগুলি ৫ অনুচ্ছেদে লক্ষ্য করা গেছে যা নিম্নরূপঃ

"৫) প্রাসঙ্গিক তথ্য হল যে, মামলাটির সম্পত্তি একজন বীরাম্মলের ছিল। ১৯৪৮ সালে সম্পত্তিটি কেনার পরপরই কালিয়াম্মল বীরাম্মল নামে তাঁর একটি কন্যা মারা যান। তিনি তাঁর স্বামী কান্দাইয়া ও তাঁদের কন্যা কালিয়াম্মলকে রেখে যান। পরবর্তীকালে, কান্দাইয়া দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন যখন তাঁর কন্যা কালিয়াম্মল নাবালিকা ছিলেন। তারপর তিনি তাঁর বাবার বাড়ি ছেড়ে তাঁর মাতামহের সঙ্গে বসবাস করেন, যিনি তাঁকে রক্ষা ও রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। অপ্রাপ্তবয়স্ক থাকাকালীন কান্দাইয়া ১৯৫৯ সালের ২৯শে অক্টোবর জৈনুলাবুদ্দিনের কাছে সম্পত্তিটি বিক্রি করে দেন। ১৯৬৬ সালের ২৫শে এপ্রিল জৈনুলাবুদ্দিন বাদী-আপীলকারীর কাছে সম্পত্তিটি বিক্রি করে দেন। পরবর্তীকালে, ১৯৬৬ সালের ২৬শে মে বাদী কালিয়াম্মলের কাছ থেকে তাঁর পক্ষে মামলা সম্পত্তি বিক্রির একটি দলিল পেয়েছিলেন, যিনি ততদিনে সাবালকত্ব অর্জন করেছিলেন। এরপর বাদী কান্দাইয়ার দ্বারা করা সম্পত্তি হস্তান্তর এবং তার দখল পুনরুদ্ধারের জন্য আপিলকারীর বিরুদ্ধে বর্তমান মামলা (১৯৬৮ সালের ৪৯১ নং ও এস) দায়ের করেন।"

২৬) উপরোক্ত মামলায় যে প্রশ্নগুলি বিবেচনার জন্য এসেছিল তার মধ্যে একটি ছিল যে, "কোনও নাবালকের কাছ থেকে হস্তান্তরিত ব্যক্তি সাবালকত্ব অর্জনের পরে নাবালকের, অভিভাবকদের দ্বারা করা বিচ্ছিন্নতা বাতিল করার জন্য মামলা দায়ের করতে পারেন কি না বা উক্ত অধিকারটি কেবল নাবালকের দ্বারা প্রয়োগ করা যেতে পারে কি না? এই ধরনের বিক্রয় এড়ানোর অধিকারী ব্যক্তি হয় নাবালক বা তার অধীনে দাবি করা যে কোনও ব্যক্তি। এই আদালত স্থির করেছিল যে, নাবালক, অথবা তার মৃত্যুর ক্ষেত্রে তার আইনি প্রতিনিধি, অথবা স্থানান্তরের কারণে তার অধীনে দাবি করা তার উত্তরাধিকারী-স্বার্থ, এই ধরনের মামলার জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, অর্থাৎ তিন বছরের মধ্যে ব্যবস্থা নিতে হবে।

৯ অনুচ্ছেদে নিম্নলিখিতটি উল্লেখ করা হয়েছেঃ

"৯) এই উপ-ধারার প্রভাব হল, নাবালকের সুবিধা ব্যতীত অথবা আদালতের পূর্ব অনুমতি ব্যতীত অন্য কোনওভাবে একজন প্রাকৃতিক অভিভাবক কর্তৃক স্থাবর সম্পত্তির যে কোনও নিষ্পত্তি বাতিলযোগ্য। এই ধরনের বিক্রয় এড়াতে পাওয়ার অধিকারী ব্যক্তি হলেন নাবালক অথবা তার অধীনে দাবিদার যেকোনো ব্যক্তি। এর অর্থ হল, নাবালক, অথবা তার মৃত্যুর ক্ষেত্রে তার আইনি প্রতিনিধি, অথবা স্থানান্তরের কারণে তার অধীনে দাবিদার উত্তরাধিকারী, এই ধরনের মামলার জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, অর্থাৎ নাবালকের মৃত্যু বা প্রাপ্তবয়স্কতা অর্জনের তারিখ থেকে তিন বছরের মধ্যে মামলা দায়ের করতে হবে। বর্তমান ক্ষেত্রে, নাবালকের প্রাপ্তবয়স্কতা অর্জনের তিন বছরের মধ্যে মামলাটি দায়ের করা হয়েছিল।"

২৭) বিশ্বম্ভর এবং অন্যান্যরা বনাম লক্ষ্মীনারায়ণ (মৃত) আইনি প্রতিনিধিদের মাধ্যমে এবং আরেকজন (উপরে), মামলায় এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যে যদি আইনে বাদীদের বিক্রি হওয়া সম্পত্তির বিষয়ে কোনও দাবি করার আগে বিক্রয় দলিলগুলি আলাদা করে রাখা প্রয়োজন হয়, তবে এই ধরনের আবেদন ছাড়া মামলা বাদীদের কোনও উপকার করবে না।

২৮) এই আদালত বার বার স্থির করে যে, নিবন্ধিত বিক্রয় দলিল এড়ানোর জন্য ধারা ৮ (৩) এর অধীনে বাতিলযোগ্য 'ই' বিক্রয় বাতিল করা প্রয়োজন। তবে, আমরা বুঝতে পারি না যে, যে সমস্ত ক্ষেত্রে নাবালিকাকে স্থাবর সম্পত্তির নিষ্পত্তি এড়াতে হয়, সেখানে মামলা দায়ের করা প্রয়োজন। স্থাবর সম্পত্তির চার্জ বা ইজারা তৈরি হতে পারে যা নিবন্ধিত নথির মাধ্যমে নাও হতে পারে। এটি প্রতিটি মামলার তথ্যের উপর নির্ভর করতে পারে যে স্থাবর সম্পত্তির নিষ্পত্তি এড়ানোর জন্য মামলা দায়ের করা প্রয়োজন কিনা বা এটি অন্য কোনও উপায়ে করা যেতে পারে। বর্তমান ক্ষেত্রে আমরা নাবালকের প্রাকৃতিক অভিভাবক কর্তৃক একটি নিবন্ধিত বিক্রয় দলিলের মাধ্যমে স্থাবর সম্পত্তির নিষ্পত্তির বিষয়ে উদ্বিগ্ন, তাই আমরা কেবল নাবালকের জি প্রাকৃতিক অভিভাবক কর্তৃক নিবন্ধিত দলিলের মাধ্যমে স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের বিষয়ে আমাদের বিবেচনা ও আলোচনা সীমাবদ্ধ করছি।

২৯) হিন্দু অপ্রাপ্তবয়স্ক ও অভিভাবকত্ব আইন, ১৯৫৬ আইন প্রণয়নের পর সংসদ দ্বারা সীমাবদ্ধতা আইন, ১৯৬৩ প্রণয়ন করা হয়েছে। সীমাবদ্ধতা আইন, ১৯৬৩-এর ৬০ নং অনুচ্ছেদে "ডিক্রি এবং উপকরণ সম্পর্কিত মামলা" সীমাবদ্ধ করার বিধান রয়েছে। সীমা আইনে, যে অভিভাবকের জন্য সীমা তিন বছরের বলে মনে করা হয়, তার অভিভাবক কর্তৃক করা সম্পত্তির হস্তান্তর বাতিল করার মামলা বিবেচনা করা হয়েছে।

সীমানা আইনের ৬০ ধারা যদিও মামলার সীমাবদ্ধতার বিধান করে, তবে স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত দেয় যে, অভিভাবক কর্তৃক করা সম্পত্তির হস্তান্তর বাতিল করার জন্য মামলাটি বিবেচনা করা হয়।

৩০) আমরা এই আদালতের একটি রায় লক্ষ্য করতে পারি যা মাধেগৌড়া (মৃত) আইনি প্রতিনিধিদের মাধ্যমে বনাম আঙ্কেগৌড়া (মৃত) আইনি প্রতিনিধিদের মাধ্যমে এবং অন্যান্যরা, (২০০২) ১ এস. সি. সি ১৭৮- প্রতিবেদন করা। উপরের মামলায় এই আদালত হিন্দু অপ্রাপ্তবয়স্ক ও অভিভাবকত্ব আইন, ১৯৫৬-এর ধারা ১১ বিবেচনা করার সুযোগ পেয়েছিল। উপরের ক্ষেত্রে অভিভাবক হিসাবে কাজ করা নাবালকের বোন নিবন্ধিত বিক্রয় দলিলের মাধ্যমে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করেছিল। উপরের উল্লেখটিতে এই আদালত নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণগুলি করেছিলঃ

"২৫ নিঃসন্দেহে নাবালিকার বোন শ্রীমতী মাদাম্মা আইনের ধারা ৪ (৫)-এ সংজ্ঞায়িত "অভিভাবক" নন। অতএব, তাকে কেবল "প্রকৃত অভিভাবক" বা আরও যথাযথভাবে "প্রকৃত ব্যবস্থাপক" হিসাবে নেওয়া যেতে পারে। এই ধরনের ক্ষেত্রে আইনের ধারা ১১-এর স্থানান্তর সম্পূর্ণরূপে প্রযোজ্য। অতএব, এই ধারার অধীনে প্রদত্ত স্পষ্ট সীমা লঙঘন করে একজন কার্যত অভিভাবক/পরিচালক কর্তৃক নাবালকের স্বার্থ হস্তান্তর যে অবৈধ, তাতে সন্দেহের খুব কমই অবকাশ রয়েছে। এই ধরনের অবৈধ স্থানান্তরের ক্ষেত্রে আইনি প্রয়োজনের অস্তিত্ব বা অন্য কোনও প্রাসঙ্গিক নয়। এই ধরনের বিচ্ছিন্নতার একজন হস্তান্তরকারী সম্পত্তিতে কোনও স্বার্থ অর্জন করেন না। এই ধরনের অবৈধ লেনদেনকে মামলা দায়ের বা বিচারিক কার্যধারার মাধ্যমে বাতিল করার প্রয়োজন নেই। অপ্রাপ্তবয়স্ক, সাবালকত্ব অর্জনের পরে, যে কোনও উপায়ে স্থানান্তর প্রত্যাখ্যান করতে পারে এবং যখনই তার সুযোগ আসে। সাবালকত্ব অর্জনের পরে যদি সে তার মালিকানা দাবি করে বৈধ পদ্ধতিতে সম্পত্তির সুদ স্থানান্তর করে যা দেখানোর জন্য যথেষ্ট যে অপ্রাপ্তবয়স্ক "প্রকৃত অভিভাবক/ব্যবস্থাপক" দ্বারা করা স্থানান্তর প্রত্যাখ্যান করেছে।"

৩১) উপরোক্ত পর্যবেক্ষণগুলি এই আদালত ১৯৫৬ সালের আইনের ধারা ১১-এর প্রেক্ষাপটে করেছে। এই আইনের ধারা ১১-এ নাবালকের "প্রকৃত অভিভাবক"-এর নাবালকের সম্পত্তি হস্তান্তরের উপর একটি বিধিবদ্ধ নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। সুতরাং, প্রকৃত অভিভাবক দ্বারা করা স্থানান্তর অকার্যকর এবং যে কোনও উপায়ে প্রত্যাখ্যান করা যেতে পারে। এটি ভালভাবে স্থির করা হয়েছে যে কোনও নাবালক বা তার অধীনে দাবি করা কোনও ব্যক্তির পক্ষে কোনও অকার্যকর দলিল বাতিল করার জন্য মামলা দায়ের করা প্রয়োজন নয়। একটি অকার্যকর দলিল উপেক্ষা করা যেতে পারে। আইনের ধারা 8(3) এর অধীনে একজন প্রাকৃতিক অভিভাবক কর্তৃক করা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে উপরোক্ত পর্যবেক্ষণগুলি প্রযোজ্য বলে গণ্য করা যাবে না।

৩২) আমরা এই আদালতের আরও একটি রায় লক্ষ্য করতে পারি যা আপিলকারীদের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবীর দ্বারা নির্ভর করা হয়েছে যা হল জি আন্নামালাই পিল্লাই বনাম জেলা রাজস্ব কর্মকর্তা এবং অন্যান্যরা, (১৯৯৩) ২ এস. সি. সি ৪০২। উক্ত মামলায় বিবেচনার জন্য উত্থাপিত প্রশ্নটি রায়ের অনুচ্ছেদ ১-এ নিম্নলিখিত শব্দগুলিতে লক্ষ্য করা গেছে:

"১) এই আপীলে বিবেচনার জন্য সংক্ষিপ্ত প্রশ্নটি হল, বিতর্কিত ইজারা দলিল, যা হিন্দু অপ্রাপ্তবয়স্ক ও অভিভাবকত্ব আইন, ১৯৫৬ (আইন)-এর ধারা ৮ (৩)-এর পরিপ্রেক্ষিতে বাতিলযোগ্য ছিল, বৈধভাবে এড়ানো হলে, ইজারা দলিলের তারিখ থেকে কার্যকর ছিল কিনা, যাতে লেনদেনটি শুরু থেকেই বাতিল এবং প্রয়োগযোগ্য না হয়।"

৩৩) বিতর্কিত জমিটি একজন জনার্দননের মালিকানাধীন ছিল। তার বাবা পুরুষোত্তমণ ১২.১২.১৯৭১ তারিখে আপিলকারীর পক্ষে একটি নিবন্ধিত ইজারা দলিল সম্পাদন করেন, যে তারিখে মালিক নাবালক ছিলেন। আপীলকারী তহশিলদারের কাছে ভাড়াটিয়া হিসাবে নিবন্ধিত হওয়ার জন্য আবেদন করেছিলেন যা জনার্দনন দ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হয়েছিল। জনার্দনন যুক্তি দিয়েছিলেন যে তার বাবার জমি এবং ইজারা দেওয়ার কোনও অধিকার বা অধিকার নেই যা হিন্দু অপ্রাপ্তবয়স্ক ও অভিভাবকত্ব আইন, ১৯৫৬-এর ধারা ৮-এর লঙ্ঘন। তহশিলদার রায় দিয়েছিলেন যে কোনও বৈধ ইজারা ছিল না যা হাইকোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে নিশ্চিত করা হয়েছিল যার বিরুদ্ধে রায়ের আবেদন দায়ের করা হয়েছিল। অনুচ্ছেদ ৫ এবং ৬ এ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উল্লেখ করা হয়েছে:

"৫) আমরা পক্ষগুলির পক্ষ থেকে বিজ্ঞ আইনজীবীকে শুনেছি। রাজস্ব কর্তৃপক্ষের আদেশ, বিজ্ঞ একক বিচারকের রায় এবং রিট আপিলের হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের রায় আমাদের জানানো হয়েছে। হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ, একটি স্পষ্ট রায়ে, শুরুতে আমাদের দ্বারা উত্থাপিত প্রশ্নের ইতিবাচক উত্তর দিয়েছে এবং আপিলকারী-আন্নামালাই পিল্লাইয়ের বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত যুক্তির উপর নির্ভর করে:

"আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি যে হিন্দু অপ্রাপ্তবয়স্ক ও অভিভাবকত্ব আইন, ১৯৫৬-এর ধারা ৮-এর ধারা (৩) বিশেষভাবে লেনদেনকে বাতিলযোগ্য করে তোলে। এই ক্ষেত্রে অভিভাবক কর্তৃক সম্পাদিত ইজারা নিষিদ্ধ এবং সেই অর্থে এটি কোনও কর্তৃত্ব ছাড়াই ছিল। আইনি কার্যকারিতা এবং বৈধ, অকার্যকর এবং বাতিলযোগ্য চুক্তির মধ্যে পার্থক্যের উপর, আমরা ৩৪১ পৃষ্ঠায় আইনশাস্ত্রের উপর স্যালমন্ড, দ্বাদশ সংস্করণে নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটি খুঁজে পাই।

মুরুগান এবং অন্যান্যরা বনাম কেশাভা গন্ডার (মৃত) আইনি প্রতিনিধিদের দ্বারা এবং অন্যান্যরা ৩৮১

[অশোক ভূষণ, বিচারপতি]

"একটি বৈধ চুক্তি হলো এমন একটি চুক্তি যা পক্ষগুলোর অভিপ্রায় অনুসারে সম্পূর্ণরূপে কার্যকর। একটি বাতিল চুক্তি হল এমন একটি চুক্তি যা সম্পূর্ণরূপে আইনি স্বীকৃতি বা অনুমোদন পেতে ব্যর্থ হয়, পক্ষগুলির ঘোষিত ইচ্ছাপত্র আইনি কার্যকারিতা থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত থাকে। একটি বাতিলযোগ্য চুক্তি এই দুটি মামলার মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকে। এটি বাতিল নয়, তবে এর কার্যকারিতা শর্তসাপেক্ষ এবং পরম নয়। এর উৎপত্তিতে কিছু ত্রুটির কারণে এটির সাথে যুক্ত পক্ষগুলির মধ্যে একটির ইচ্ছায় এটি ধ্বংস বা বাতিল হতে পারে। এই ক্ষমতা প্রয়োগের ফলে চুক্তিটি কেবল তার কার্যকারিতাই বন্ধ করে দেয় না, বরং এটিকে শুরু থেকেই বাতিল বলে গণ্য করা হয়। এটিকে এড়িয়ে যাওয়ার বিষয়টি এটি তৈরির সাথে সম্পর্কিত। এখনও পর্যন্ত যে কাল্পনিক বা আনুষঙ্গিক কার্যকারিতার জন্য দায়ী করা হয়েছে তা সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হয়ে যায়, যেন এটি কখনও বিদ্যমান ছিল না। অন্য কথায়, একটি বাতিলযোগ্য চুক্তি হল এমন একটি চুক্তি যা এর সাথে যুক্ত পক্ষগুলির মধ্যে একটির নির্বাচনের সময় বাতিল বা বৈধ হয়।"

সতগুর প্রসাদ বনাম হরনারায়ণ দাস মামলার প্রিভি কাউন্সিলের রায়ে এবং এস. এন. আর সুন্দর রাও অ্যান্ড সন্স, মাদুরাই বনাম সি. আই. টি মামলার ডিভিশন বেঞ্চের রায়েও এই পার্থক্যটি বিচারিকভাবে লক্ষ্য করা গেছে। ডিভিশন বেঞ্চ এই প্রিভি কাউন্সিলের রায় অনুসরণ করে নিম্নরূপ রায় দিয়েছেঃ

"যখন কোনও ব্যক্তি, যিনি বিচ্ছিন্নতা থেকে মতবিরোধের অধিকারী, তখন তার মতবিরোধ লেনদেনের সাথে সম্পর্কিত এবং কেবল এই ধরনের মতবিরোধের তারিখে বিদেশীর দখলের সাথে সম্পর্কিত নয়।

অতএব, প্রমাণের প্রভাব হল লেনদেন থেকে মুক্তি পাওয়া যার ফলে আইনে এটি এমন যে লেনদেনটি কখনও হয়নি।

অতএব, আমাদের কোন সন্দেহ নেই যে যখন পঞ্চম বিবাদী তার পিতা, চতুর্থ বিবাদীর দ্বারা সম্পাদিত ইজারা এড়িয়ে যান, তখন ইজারাটি শুরু থেকেই বাতিল হয়ে যায় এবং তাই এখানে আপিলকারীর পক্ষে কোনও আইনগত অধিকার জমা হতে পারে না।"

৬) আমরা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের যুক্তি এবং সিদ্ধান্তের সাথে একমত এবং তাই এই আপীলটি খারিজ করতে হবে।

৩৪) উপরের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে আপিলকারীদের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী যুক্তি দেখান যে বলরামনের বিক্রয় যখন মুক্তি দলিল দ্বারা এড়ানো হয়েছিল তখন এটি শুরু থেকেই অকার্যকর হয়ে পড়েছিল। জি আন্নামালাই পিল্লাই বনাম জেলা রাজস্ব কর্মকর্তা এবং অন্যান্যরা (উপরে), মামলায় দেওয়া প্রস্তাবের সাথে কোনও দ্বন্দ্ব থাকতে পারে না। বর্তমান ক্ষেত্রে নাবালকের পক্ষে বিক্রয় দলিলের কোনও প্রত্যাখ্যান না হওয়ার কারণে, বাতিলযোগ্য বিক্রয় দলিল অকার্যকর হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

৩৫) অতএব, আমাদের বিবেচনাধীন মতামত হল যে বর্তমান ক্ষেত্রে নাবালকের মাধ্যমে দাবি করা ব্যক্তির জন্য নাবালকের মৃত্যুর তারিখ থেকে তিন বছরের মধ্যে একটি মামলা দায়ের করা প্রয়োজন ছিল যাতে বলরামনের দ্বারা সম্পাদিত বিক্রয় দলিল বাতিল করা যায়। সুতরাং, আমরা এই উপসংহারে পৌঁছেছি যে বলরামনের দ্বারা সম্পাদিত বিক্রয় দলিলগুলি আইন দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে প্রত্যাখ্যান বা এড়ানো হয়নি। ৩ নং বিষয়ের উত্তর সেই অনুযায়ী দেওয়া হয়েছে।

৩৬) পূর্ববর্তী আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা এই আপিলের কোনও যোগ্যতা খুঁজে পাই না। সেই অনুযায়ী আপিল খারিজ করা হয়।

দিব্যা পান্ডে আপিল খারিজ।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Xavier Murmu